এ কী রঙ্গ দেখি

দেবদাস আচার্য

দেখি চৌকো, অবনত
অন্ধকার, বিস্ফারিত
তার দেহছিদ্র থেকে
অবিরাম চুম্বকীয়
টান

বোধগম্য নয়, তবু
ছুটি সেদিকেই, দেখি
বৃষ্টির ফোঁটার মতো
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ
চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা ও
জিহ্বা-ত্বক-ষড়রিপু
ছিন্নভিন্ন হয়ে ছুটছে
চতুর্দিক থেকে এসে
প্রাণ

এই ছাতা লাঠি, এই
কাপ-ডিশ আলমারি
তরল আঁধার হয়ে
আঁধারের ছিদ্রে ঢুকে
অতঃপর
নেই

পুনরায় ক্রমাগত
ফিরে আসছে, ভক-ভক
উগ্‌লে দিচ্ছে পৃথিবীর
ঢেউ

দেখি, আলো

বৃষ্টি পড়ে, সারাদিন, যেন

ঠাকুমার সেই কবেকার
গুনগুন
অষ্টোত্তর শতনাম পাঠ

বসে আছি, চুপচাপ
বৃষ্টির ছন্দের মধ্যে
একা

নিজেকে হারিয়ে ফেলা
মুহূর্তগুলির মধ্যে ডুবে
মনে হয়, একদিন
আমিও ফিরব না এই
আমার ভিতর

চোখ তুলে দেখি দূরে
কদম্ব গাছগুলি
আলো হয়ে আছে

<u>ঘুম দাও</u>

কেউ যেন
ঘুমন্তকে বলছে, শোনো
ঘুমই জীবন

মানুষ তো জাগে না
ঘোরের মধ্যে
মজে থাকে
স্ত্রী পুত্র ও পরিবার
এ মহাসংসার...

এই ঘুম ভাঙলে আর
ঘুম নেই
তখন কবল
নেই নেই

স্বাদ গন্ধ বর্ণ নেই
জিহ্বা চক্ষু কর্ণ নেই
শুধু যাই, যাই...

বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়
পাঠ

বরষা আসিল পুনঃ। বঙ্গভাষা উথাল পাথাল
পরায়পয়োধিজলে...রাঢ় দেশে নদী বিল খাল
ভরিয়াছে চারিধার অন্ধকার মেঘের মাথালি...
আবৃত বিশ্ব ও সাঁঝ ছায়াচ্ছন্ন গাঢ় আম্রপালি

যখন ধরিল বোল তথাকালে বাঙালা ভাষারই
রা ছিলল অবাঙ্‌ময়ী...কবিতার মত সেই নারী
কহিলে সজল হত প্রেমরত যুগল মধুপ
সঘন পল্লবতলে আজও বসে একাকী নিশ্চুপ

কাটিছে আষাঢ় বেলা জানালা মেদুর হয়ে আসে
অবিশ্রান্ত ধারাপাতে...কাগজের নৌকাবৎ ভাসে
বাঙালার পদাবলী, সাঁকো ভাঙে অগণিত নালি
খরস্রোতে বয়ে যায় স্মৃতি সত্তা উথালি পাথালি
পায়ারে শব্দের ধ্বনি অন্তহীন শুধু ঝরো ঝরো
অঝোরে ঝরিলে দিন এখনো কি বিশ্বমুখ পড়ো?

<u>লিপি</u>

একদা ও ওষ্ঠলিপি কখন বাঙালাভাষা নামে
লভিল জনম। ভাবি। জ্যৈষ্ঠ গত, নিদাঘ-আরামে
তখন আষাঢ় মাস। সে অঝোর শ্রবণের স্মৃতি
ঝাপসা, তবু মনে হয় আদি শব্দ আছিল পিরীতি।

কত কথা অতঃপর। শ্রাবণে গভীর ধারাপাতে
রাতের খরোষ্ঠী স্রোত, ব্রাহ্মী শাক, ডালে আর ভাতে
যতেক ব্যঞ্জনবর্ণ আহারান্তে তাম্বুলের খিলি
তালুমূলে কেলিরত রসনা রাতুল নিরিবিলি

কপোল কহিত কথা, দুধে আলতা...মেঘের কাজলে
মেদুর হয়েছে চোখ, সহসা মধুর কলরোলে
ঈশ্বরচন্দ্রের শ্লোক জল পড়ে, পাতা নড়ে...তোর
গহনে সৃষ্টির শব্দে শিশুপাঠ, ঘুমের ভিতর
বৃষ্টি হয় পুনর্বার কালক্রমে নগরে ও গ্রামে
আমাদের ওষ্ঠিলিপি খ্যাত হয় বঙ্গভাষা নামে।

<u>বাসা</u>

কবিতা সাঁঝেরই নাম কিন্তু যেই ঊষা বলে ডাকি
পেলব কুয়াশা ছায় গাছে গাছে হেমবর্ণ পাখি-
হেমাঙ্গ, সুবর্ণ চক্ষু, সুন্দর অদৃষ্টপূর্ব তার
সুদীর্ঘ আলোকপুচ্ছ ঝাঁট দেয় স্বরাট সংসার।

ভিতরে তাহার ধ্বনি, জপ ওঠে মনে বনে কোণো
অস্ফুট আলোর মত আকাশের অনন্ত উঠোনে
ছড়ানো সোনালি ধান, অনির্বাণ রোদ্দুরের রেণু
মাখামাখি খড়গুচ্ছ রোমন্থনরত কামধেনু

যতনে দোহন কবি যুগল কলসভারে নত
গোয়ালনী, বল যদি, এ বিশ্বের দুহাতে সতত
সাঁপে দাও সর্বভার, দেখ কত সহজ আদরে
সে সবই ধারণ করে, তুমিও সহজে ফেরো ঘরে।

ঘর তো বিশ্বেরই নাম। কিন্তু যদি নীড় বলে ডাকি
পটভূমে নীলাকাশ, ফুটে ওঠে সাঁঝের জোনাকি।